গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অডিট শাখা
www.tmed.gov.bd

নং-৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.৬১.১৯-২০৯

তারিখ: ২৭ কার্তিক, ১৪২৬ ব:
১২ নভেম্বর, ১৯খ্রি:

বিষয় : বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলাধীন নুন্দহ ফাজিল মাদ্রাসার বর্তমান উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান এর বিধি বর্হিভূত নিয়োগের বিষয়ে টিএমইডি কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে গৃহিত ব্যবস্থার প্রমাণকসহ বাস্তবায়ন রিপোর্ট প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ১. টিএমইডি এর স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.৩৭.১৯-১৫৪, তারিখ: ০৮.০৯.২০১৯ খ্রি:
২. ডিএমই এর স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০১০.০৬.০০১.১৮.৩০৯, তারিখ: ২২.০৯.২০১৯ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলাধীন নুন্দহ ফাজিল মাদ্রাসার বর্তমান উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমানের উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ অবৈধ এবং তিনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে সীমাহীন দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা ও আর্থিক জালিয়াতি করা সংক্রান্ত উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে ডিজি, ডিএমই হতে ১০ দফা মতামত পাওয়া গেছে।

০২. TMED হতে চাহিত তথ্য (সূত্রোস্থ ১ নং সূত্র) এবং এ বিষয়ে ডিজি, ডিএমই এর মতামত নিম্নরূপ ছকে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক নং	TMED এর চাহিত জিজ্ঞাসা	TMED এর জিজ্ঞাসার আলোকে ডিএমই এর মতামত	TMED এর নির্দেশনা
ক)	নুন্দহ ফাযিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত একই শিক্ষাবর্ষে ফাজিল এবং বিএসএস অনার্স ডিগ্রী অর্জন সংক্রান্ত অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে প্রমাণিত কিনা?	তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী অভিযোগ প্রমাণিত।	অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিধি-বিধান অনুয়ায়ী শাস্তি আরোপের জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
খ)	অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে থাকলে এ বিষয়ে আইনানুগ শাস্তির বিধান কি?	যেহেতু অভিযোগ প্রমাণিত সেহেতু উপাধ্যক্ষ পদে জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমানের নিয়োগ অবৈধ ও বিধি বর্হিভূত। নিয়োগ অবৈধ ও বিধি বহির্ভূত হওয়ায় তাঁকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা যেতে পারে।	যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক চাকুরি থেকে বরখাস্ত নিশ্চিতক্রমে TMED-কে অবহিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
গ)	প্রভাষক এবং উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগকালীন কোন তথ্য জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃত্ব গোপন করা হয়েছিল কিনা?	তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তথ্য গোপন করা হয়েছিল।	তথ্য গোপন করায় উপযুক্ত শাস্তি আরোপের জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
ঘ)	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক কোন তথ্য গোপন করা হয়ে থাকলে তা কি এবং উক্ত কার্যক্রম কোন অপরাধের আওতাভুক্ত কিনা?	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগকালে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত এ তথ্যটি গোপন করেছিলেন। প্রকৃত তথ্য গোপন করে মিথা তথ্য দিয়ে উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ গ্রহণ করা অবৈধ ও বিধি বহির্ভূত বলে গণ্য এবং এটি অপরাধ।	যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক চাকুরি থেকে বরখাস্ত নিশ্চিতক্রমে TMED-কে অবহিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
ঙ)	উক্ত কার্যক্রম (তথ্য গোপন) অপরাধের আওতাভুক্ত হলে শাস্তির বিধান কি?	তথ্য গোপনের অপরাধে তাঁ বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করা যেতে পারে।	যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক তার (জনাব মোস্তাফিজুর রহমান) বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা নিশ্চিতক্রমে টিএমইডি-কে অবহিতির জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
চ)	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভের জন্য আরবী প্রভাষক পদে অভিজ্ঞতা না থাকার অভিযোগ সর্বোতভাবে প্রমাণিত কিনা?	প্রভাষক (আরবী) পদে জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমানের কোন অভিজ্ঞতা নেই এ বিষয়টি সর্বোতভাবে প্রমাণিত।	প্রমাণিত অপরাধের কারণে যথাযথ আইন-বিধির আলোকে প্রয়োজনীয় শাস্তি আরোপ নিশ্চিতক্রমে TMED-কে অবহিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
ছ)	উক্ত অভিযোগটি নিরংকুশভাবে প্রমাণিত হয়ে থাকলে এ অপরাধের জন্য আরোপযোগ্য শাস্তির বিধান কি এবং তা প্রয়োগের পদ্ধতি কি ?	মিথ্যা তথ্য দিয়ে উপাধ্যক্ষ পদে চাকুরী গ্রহণ করার অপরাধে তাঁকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা যেতে পারে।	যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক চাকুরি থেকে বরখাস্ত নিশ্চিতক্রমে TMED-কে অবহিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।

চলমান পাতা/০২